Presidency University

Kolkata

Department of Bengali

PhD Thesis Synopsis

Title of the Proposed Thesis: Jibanananda Dasher Chhotogalpo: Samajik O Manastatwik Bishleshan

Name of the Candidate: Debrupa Das

PhD Registration No.: R-18RS02210159

Date of Registration: 25.09.2019

Name of the Supervisor: Dr. Mafiz Uddin

Name of the Candidate: Debrupa Das

Name of the Supervisor: Dr. Mafiz Uddin

Title of the Thesis: Jibanananda Dasher Chhotogalpo: Samajik O Manastatwik Bishleshan

Ph.D. Registration No.: R-18RS02210159

Date of Registration: 25.09.2019

Place of work: Presidency University

E-mail ID: dasdebrupa@yahoo.co.in

Signature of Research Scholar

Signature of Supervisor

গবেষণা প্রকল্পের SYNOPSIS

জীবনানন্দ দাশের ছোটোগল্প: সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

JIBANANANDA DASHER CHHOTOGALPO: SAMAJIK O MANASTATWIK BISHLESHAN

দেবরূপা দাস

গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

৮৬/১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

Enrolment No.: PU/PHD/BENG/2018/025, Enrolment Date: 07/9/2018

বাংলা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রস্তাবনা

রবীন্দ্র-উত্তরকালের সর্বাপেক্ষা আলোচিত কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্যভাবনায় যে আত্মগত তন্ময়তার ছাপ সুস্পষ্ট, তারই অনুকৃতি তাঁর ছোটোগল্পেও লক্ষিত। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর অবদানের এক বিশাল অংশ বহুদিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। তাঁর বিপুল রচনা সম্ভারের অমুদ্রণের কারণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য এ গবেষণা নয়। আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস তাঁর রচনায় সমকালীনতাকে আশ্রয় করেই রূপ পরিগ্রহ করেছে। জীবন ও জগৎকে খুব নিবিড় ভাবে দেখার অভিজ্ঞতায় এবং গল্পের সংহত অবয়বে, লক্ষ্যের একমুখীনতায় সমাজ ও সমকালীনতা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে। সমাজজীবনের প্রয়োজনে ও প্রচলিত পরিকাঠামোয় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে যখন কেউ বস্তু সাফল্যকে করায়ত্ত করতে চায়, তখন কেউ আবার এক সূক্ষ্ম অনুভূতিকে লালন করে মূল স্রোত থেকে সরে যান। গ্রাম ও প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ রূপকার জীবনানন্দের গল্পে প্রক্ষেপিত হয়েছে এমনই একক, বিচ্ছিন্ন, খানিকটা আত্মমগ্ন মানুষের অনুভূতি। উত্তর-সামরিক সামাজিক সংস্কৃতি ব্যক্তিমনের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে অনেক ক্ষেত্রে। জীবনানন্দের ছোটোগল্পে সমাজ ও মনস্তত্ত্ব একটা বড় ভূমিকা নিয়ে আসে। প্রস্তাবিত গবেষণার মধ্যে দিয়ে জীবনানন্দ দাশের ছোটোগল্পের অনালোকিত দিকগুলি অন্বেষণ করার চেষ্টা করব। এই গবেষণার লক্ষ্য জীবনানন্দ দাশের ছোটোগল্পগুলির সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সময়ে ব্যক্তির অবস্থান দেখানো। সামাজিক সংস্কৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে নির্দিষ্ট সময়ে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং তার অনুসরণে সামাজিক বিন্যাসের উপর। সমকালীন সমাজ ও প্রচলিত মনঃসমীক্ষণের সূত্রগুলির নিরিখে গল্পের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখকের মৌলিক ভাবনাগুলিও এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করব।

প্রথম অধ্যায়: জীবনানন্দের জীবন ও সাহিত্যকর্ম এবং সমকালীন তত্ত্ববিশ্ব

সাহিত্য ও শিল্প যে বিশেষ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে সৃষ্ট হয়, সেই আপাত সময়ের লক্ষণ লেখকের কল্পনা ও কলমে বিশেষ হয়ে ওঠে। ছোটোগল্প সেই সাহিত্যমাধ্যম যে গভীরতর মাত্রায় সময়সন্ধানী ও সময়-নির্ভর। সমাজ পরিবর্তনশীলতা নির্ভর করে সমসাময়িক ঘটনাবলীর উপর। গবেষণার কাজের সুবিধার্থে অধ্যায়টিতে জীবনানন্দের জীবন ও তাঁর সাহিত্যিক

অবদান এবং সমকালীন বিশ্ব সাহিত্যে যে যে তত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠিত সেগুলির উপর আলোকপাত করব।

বিশ্বসাহিত্যে প্রচলিত কিছু সাহিত্যভাবনা

স্বকাল ও স্বসমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের অবিরাম সংঘাতের আবর্ত থেকেই একটা দর্শন গড়ে উঠতে পারে—একটা ভিন্ন চিন্তার রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। এই ভাবনার গঠনে আধুনিক বহির্ভারতের কাব্যতত্ত্বগুলিও যথেষ্ট মূল্যবান। প্রাগাধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের কাব্যভাবনার ঢেউ প্রাচ্যেও আছড়ে পড়েছিল। প্লেটো মনে করতেন কবিদের উপর ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ আছে।[১] প্লেটোর মতে, দেবতার আনুকূল্যতা লাভ করলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবির মুখ থেকে কাব্য নিঃসৃত হতে পারে আর তারই প্রতিকূলতায় কবি নীরব হয়ে যান। জীবনানন্দের 'কবিতা আর কবিতা, তারপরে আবার কবিতা' গল্পের S নামাঙ্কিত এক লেখক-কবির মুখে এই ধরনের বাক্যবন্ধ পাওয়া যায়—"এসব কবিতা, এসব বই আমি ঈশ্বরের সমক্ষে বসে লিখেছি...আকাশে বাতাসের ভিতর থেকে অদ্ভুত ঈপ্সিত প্রাণীসব নক্ষত্রের মতো সব স্পন্দন আমার জীবনটাকে নাড়া দিয়ে এইসব কবিতার জন্ম দিয়েছে।"[২] কিন্তু এরপরেই জীবনানন্দ অন্তঃপ্রেরণা ও কল্পনাকে কাব্যরচনায় গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবৃতি দিলেন—যা রোমান্টিক কাব্যতাত্ত্বিকদের ভাবনায় লক্ষ করা যায়। জীবন জগতের প্রাত্যহিক প্রয়োজন যতদূর সম্ভব সীমিত করে তিনি যখন গ্রন্থপাঠ ও সাহিত্যরচনায় একাগ্র, তখন সমকালীন সাহিত্যবিশ্বে নানাবিধ সাহিত্যিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ও চর্চিত। রোমান্টিসিজম (Romanticism), সুররিয়ালিজম (Surrealism), এক্সপ্রেশনিজম (Expressionism), সিম্বলিজম (Symbolism), মার্ক্সীয় রিয়ালিজম (Marxist realism), উপযোগিতাবাদ (Utilitarianism), অস্তিত্ববাদ (Existentialism) ইত্যাদি। জীবনানন্দের ছোটোগল্পে রোমান্টিকতাবাদ, পরাবাস্তববাদ, মনস্তত্ত্ব, অস্তিবাদ—একাধারে আধুনিক সাহিত্যভাবনার প্রক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। কবিতায় জীবনানন্দ 'চিত্ররূপময়' এক অভিনব জগৎ নির্মাণ করে তুলেছিলেন—তাঁর শব্দ ব্যবহার যেমন নির্বাচিত, তেমনি সংযত। ছোটোগল্পেও জীবনানন্দ কবিতার মতোই আলাদা একটা রীতি ও প্রকরণের সৃষ্টিতে উন্মুখ ছিলেন, যা তাঁর গল্পের প্লট, চরিত্র, উপস্থাপন ও সচেতন জীবনভাবনার প্রকাশে প্রমাণিত।জার্মান ঔপন্যাসিক তথা দার্শনিক জাঁ সার্ত্র মানুষের স্বাধীনতা ও সত্তাকে অভিন্ন করে দেখেছেন। ব্যক্তির মনের শূন্যতাবোধ বা নিঃসঙ্গ অসহায়তাবোধ বস্তুত তাঁর অস্তিত্বকেই স্বীকৃতি

দেয়। “ব্যক্তি যখন জীবনের এরকম সমস্যার (কি করবে ঠিক করতে না পারা) সামনে দাঁড়ায়, তখন তাঁর সমস্ত হৃদয় আবেগে মথিত হয়। ...এই অনিশ্চয়তা ও সফল না হওয়ার উদ্বেগ, সিদ্ধান্ত নেবার ঝুঁকি—এই সমস্ত অন্তর্মুখীনতার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি বুঝতে পারে সে আছে।”[৩] বিশ্বযুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অসমবন্টনের কারণে শ্রেণি-বৈষম্যের সূত্রপাত—এইসব কিছুই যখন অনিবার্য তখন সাহিত্যেও তার ছায়া পড়তে বাধ্য। ‘যুক্তি জিজ্ঞাসা ও বাঙালি’ প্রবন্ধে জীবনানন্দ লিখেছেন, “গান্ধী মার্কস কিয়েৰ্কগার্দ বা অন্য কারও সিদ্ধান্তের বা দর্শনের সঙ্গে সাহিত্যের বিশেষ কোনও সাক্ষাৎ যোগ নেই। প্রত্যেক সৎসাহিত্যে কোনও-না-কোনও রকম জীবনদর্শন আছে, কিন্তু সে দর্শনের ভালোমন্দের সঙ্গে শিল্পফলের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই...।”[৪]

জীবনানন্দের জীবন ও তাঁর সাহিত্যকর্ম

ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল মনোভাবের ধারক ও বাহক, বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ব্যক্তিত্ব সর্বানন্দ দাশগুপ্তের (ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর ‘গুপ্ত’ বর্জিত) পৌত্র জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের এই জেলাশহরেই জন্মগ্রহণ করেন। জীবনানন্দের বহু গল্পে দেশের বাড়ির একান্নবর্তী চিত্র এবং আশেপাশের ঝোপঝাড়-জঙ্গলের ছবি পাওয়া যায়। ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত জীবনানন্দের কর্মজীবন ও সাহিত্যিক জীবন খুব মসৃণ ছিল না। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলাসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা সমালোচিত, আলোচিত ও চর্চিত কবি জীবনানন্দ দাশ। এই ব্যক্তিজীবনেরই প্রক্ষেপ তাঁর বহু ছোটোগল্পে ধরা পড়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সমাজ ও মনের তাত্ত্বিক ধারণা এবং জীবনানন্দ

সময় ও সমকালের প্রতি জীবনানন্দ সচেতন ছিলেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় মূলত তাঁর সাহিত্য সাধনা, এই সময়ের কথা ‘The Bengali Novel Today’ প্রবন্ধে এই অবস্থার সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন—“The bleak economy all over the world—with its greater disorder and gloom in our country and the division of India and nearer home, of Bengal, have, with its social and economic maladjustments and ills...Life today has become more complex and great stretches of new

experiences seem to have opened out in many directions."[৫] সামাজিক পরবর্তন আবার বহুলাংশে নির্ভর করে সামাজিক দ্বন্দ্ব, বহির্দেশের সঙ্গে যুদ্ধ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, বিশ্বায়নজনিত বাজারের প্রভাব ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণের সূত্রের ওপর।

সমাজতাত্ত্বিক প্রচলিত ধারণা

সমাজজীবন গড়ে ওঠে সচেতন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও আগ্রহের কারণে পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপনের মধ্যে। অন্যদিকে ব্যক্তির বৃহত্তর সমাজজীবন গড়ে ওঠে রাষ্ট্র, জাতি, পরিবার, গ্রাম বা নগর ইত্যাদির সমবায়ে যেখানে ব্যক্তির যাবতীয় আচরণ এই সংগঠনগুলির সঙ্গে একীভূত হয়। সমাজ কাঠামোর মধ্যে গুরুত্ব পায় পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তন, নগরায়ন ও শিল্পায়ন, যৌথ পরিবার থেকে অণু পরিবারের উৎপত্তি, পরিবার ও বিবাহ সংক্রান্ত সনাতন মূল্যবোধের পরিবর্তন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাবও এখানে অবশ্যম্ভাবী—রাজনৈতিক মতাদর্শ, বিশ্বাস, নেতৃত্ব, ক্ষমতা কাঠামো, রাজনৈতিক পরিবর্তন—সবটাই সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব নির্মাণে বিশেষ সহায়ক।বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্তসংবাদ থেকে এক-একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে, যাকে তত্ত্ব নামে চিহ্নিত করা হয়। সেই অনুসারে সমাজবিজ্ঞানের কতগুলি তত্ত্বের কথা উল্লেখ করা যায়—ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব, সমালোচনামূলক তত্ত্ব, বিনিময় তত্ত্ব, সামাজিক উপযোগিতাবাদ ইত্যাদি।

সমাজের একটি একক হিসেবে পরিবারের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের চারটি প্রধান সামাজিক কাজকে সমাজতাত্ত্বিকরা স্বীকৃতি দিয়েছেন—প্রজনন, সন্তানাদি পালন, তাদের প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিকীকরণ। মনস্তাত্ত্বিক কাজ বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন দম্পতির যৌন চাহিদার পরিতৃপ্তি এবং পরিবারস্থ সদস্যদের পারস্পরিক স্নেহ-ভালোবাসা-নিরাপত্তার দাবি পূরণ। Pascual Gisbert পরিবার সম্বন্ধে লিখেছেন, "Family not only confined to provide material needs of the offspring, but also to inculcate in their minds the ideas, ways and customs of the social group; it is the most effective agency for the transmission of the cultural heritage from generation to generation."[৬]

সমাজ-মনোবিদ্যা: টম বটোমোর বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন—"যখন দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তখন বিভিন্ন শ্রেণি, প্রজন্ম অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে—প্রতিষ্ঠিত সামাজিক স্তরবিন্যাসে তাদের

অবস্থান বদলে যাওয়ার ফলে—সংঘাত ও টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হওয়ায় মানসিক চাপ বাড়ে।"[৭] আর এখন থেকেই জন্ম নেয় সমাজবিদ্যার সঙ্গে মনোবিদ্যার সম্পর্ক। ব্যক্তিচরিত্র ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সেটিই সমাজ-মনোবিদ্যার আলোচ্য। বস্তুত "এটি একটি আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান, যা ব্যক্তি এবং দলের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো, বর্তমান পরিস্থিতি, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ প্রেষণা, অনুভূতি, মনোভাব, মূল্যবোধ, ব্যক্তিত্ব, কৃষ্টি ইত্যাদির আলোকে ব্যক্তির আচরণ সুসংগঠিত করে এবং তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়।"[৮]

জীবনানন্দের সমাজভাবনা

১৯৪৪ র জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'কেন লিখি'-র মুখবন্ধে সম্পাদকদ্বয় লিখেছিলেন, "এ কথা আজ স্বীকৃত যে সাহিত্যের ও শিল্পের তাগিদ আসে সমাজ থেকে, মেঘলোক থেকেও নয়, মানুষের অন্তরলোক থেকেও নয়। সাহিত্য ও শিল্পের রূপ ফুটে ওঠে সামাজিক পরিবেশের ছাঁচে,"[৯] 'কেন লিখি'র উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লিখেছিলেন যে, সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে লেখকরা সচেতন হোন বা না হোন, এই পরিবেশ তাঁদের সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে অনিবার্যভাবে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও প্রশস্ততর পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সমাজের অন্যসব জীবিকাধারী মানুষের সাথে লেখকও সমান দায়িত্ববদ্ধ। 'কেন লিখি' প্রবন্ধে জীবনানন্দ লিখেছেন: "শোষিত মানবজীবনের, সেই জীবনোৎসারিত বিপ্লবের শেষে আশাভরসার সমাজের কবিতা ছাড়াও আরো অনেক কিছু নিয়েই কবিতা মহৎ হয়ে ওঠে।"[১০]

জীবনানন্দের ছোটোগল্পে বিংশ শতাব্দীর তিরিশ ও চল্লিশের দশকের সামাজিক অবক্ষয়, ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যক্তির হতাশাজনিত আত্মনিমগ্নতা, মানসিক বিকার সবটাই উঠে এসেছে। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক জটিলতা, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির অবস্থান ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, রক্ষণশীল মনোভাব—এই বিষয়গুলো নিয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। বলিষ্ঠ উপলব্ধি তাঁর মধ্যে তৈরি হয়েছে, "নতুন সময়ের জন্য নতুন ও নতুনভাবে নির্ণীত পুরোনো মূল্যবোধ—নতুন চেতনা, ও নতুনভাবে আবিষ্কৃত পুরোনো চেতনা—যে একান্ত দরকার শিল্পে ও জীবনে, এ-কালের কোনও-কোনও বাঙালি কবি সেটা বুঝতে পেরেছেন বলেই আজকের বাংলা কবিতা স্বভাবতই বিষয় ও রীতি নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষার একটা অব্যাহত প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[১১]

প্রচলিত মনস্তাত্ত্বিক ধারণা

Foundations of Psychology গ্রন্থে মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, "Psychology is the study of human nature. It is the study of man, man as a living being, acting in an ever-changing world, responding to things and events and other people."[১২] বোধ-মনন-অনুভূতি সম্পন্ন মানুষের মন বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে, তার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে অভিযোজনের অসমর্থতায় যে সংকট প্রস্তুত করে তোলে, তা শুধুমাত্র তার ব্যক্তিত্ব সংকটই নয়, বিশেষ মাত্রায় তা মানসিক অসুস্থতার পর্যায়েও নিয়ে যেতে পারে। জার্মান মনঃসমীক্ষক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (Sigmund Freud, ১৮৫৬-১৯৩৯) মনস্তত্ত্বের নানাবিধ সূত্র সাহিত্যের উঠে আসতে থাকে। বিশিষ্ট ফরাসি মনস্তত্ত্ববিদ জাঁক লাকাঁ একদিকে ফ্রয়েডের অনুরাগী হয়েও তাঁর ভাবনাকে উত্তীর্ণ করেছেন ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বাইরে। লাকাঁ দেখিয়েছেন, প্রাথমিক আত্মপ্রেম শুধুমাত্র শৈশবের একটি বিশেষ সময়ের বৈশিষ্ট্য নয়। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকাংশই এখানে নির্ধারিত হয়। লাকাঁনীয় মনস্তত্ত্বে শৈশব থেকেই অন্যের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি শিশুর বাসনার উদ্রেক ঘটে। এখান থেকেই আক্রমক প্রতিযোগিতা ক্রমশ অবচেতনে তৈরি হয়। শিশু-মনস্তত্ত্বে স্তন্যপান বন্ধকালীন মানসিক সংকট থেকে জন্ম নেয় একধরনের উৎকণ্ঠা।

পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিকদের পাশাপাশি বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ভারতীয় মনোবিদ গিরীন্দ্রশেখর বসু (১৮৮৭- ১৯৫৩)-র মতে, একমাত্র মানবমনের কোন ইচ্ছার বিপরীত ইচ্ছাই মূল ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তাকে অবচেতনে ঠেলতে পারে। ফ্রয়েড শুধুমাত্র যৌনাকাঙ্ক্ষার অবদমনের কথা বলেছেন। গিরীন্দ্রশেখর বসুর বিচার্য আরো গভীরে: "The field of repression in normal life is very much wider than is usually believed. Our ideas of morality, crime, punishment, chastity, social study etc. all owe their motive powers to this source."[১৩] তিনি বলছেন, আমাদের মতো গরীব দেশে যেখানে অনাহারে মৃত্যু একটি সাধারণ বিষয়, সেখানে প্রতিদিন বহুমানুষ পেটভরে খাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়।

মনের তাত্ত্বিক ধারণায় জীবনানন্দ দাশ

১৯৫২ সালে লিখিত পাণ্ডুলিপির খাতায় 'লেখার কথা' প্রবন্ধে তাঁর নিজস্ব মত থেকে সাহিত্যে মনোবিজ্ঞানের প্রভাবের কথা তিনি লিখেছেন, "যুক্তির ওপর শুদ্ধ আস্থা থাকা দরকার। কিন্তু

যুক্তির অজুহাতে বিজ্ঞানের বা মনোবিজ্ঞানের অজ্ঞাত জিনিসগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। মন ও নির্মন সম্বন্ধে আরও তথ্য পরিষ্কারভাবে জানা দরকার।...সাহিত্যিকের মন অন্য মানুষের মনের বাইরের কিছু বস্তু নয়, সেই মনেরই এক ধরনের সিদ্ধিলাভ, জীবন নিয়েই তার কাজ, অভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দুর ও ভাবনাঘন যুক্তির আশ্রয়ে।"[১৪] জীবনানন্দের দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে সাহিত্য বহুমাত্রিক আত্মজৈবনিকতা হিসেবেই পরিগণিত। তাঁর জীবন, জীবনবোধ ও পারিপার্শ্ব প্রত্যক্ষভাবে কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে। ১৯৩১ থেকে জীবনানন্দ ছিলেন সম্পূর্ণতই উপার্জনহীন। সেই বেকারত্বের কালে কলকাতায় তাকে চাকরির সন্ধানে বারবার হতমান হতে হয়েছে। তাঁর সেই সময়ের literary notes এ এই অস্থিরতা ধরা পড়েছে। সহজাত নির্জনতাবোধ নিয়ে তিনি তাঁর সমাজ, পরিবার, দাম্পত্য, কর্মজীবন, এমনকি বন্ধুমহলেও প্রায় বেমানান মানুষে পরিণত হয়েছিলেন—"স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।"[১৫] এই মনোভাব বস্তুত বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন। মার্কসের মতে, সকল বিচ্ছিন্নতা ও মানবীয় সংকটের উৎস উৎপাদিত সামগ্রীকে পণ্যে পরিণত করার অর্থব্যবস্থায়। মানুষ বিচ্ছিন্ন হয় প্রকৃতি, পরিবার, প্রেম, সমাজ, ধর্ম, মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি নিজের সত্তা থেকে। যেমন—'আর্টের অত্যাচার' গল্পের নিখিল, 'বিস্ময়' গল্পের সুবোধ, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গল্পের সুকৃতি প্রভৃতি। আবার 'বিস্ময়'র আরেকটা অর্থ প্রকৃতি উপভোগের বোধ, যেমন 'জামরুলতলা' গল্পের কথক চরিত্র। 'বিপন্ন বিস্ময়' হল মৃত্যুর ভয়াবহ অথবা অদমনীয় দুর্নিবার আকর্ষণ। এরই কবলে পড়েছিল 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার লাশকাটা ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকা মানুষটি। ছোটোগল্পে 'অঘ্রানের শীত'-র উমা, 'হেমন্তের দিনগুলি'-র সতী, 'প্যাঁচা ও জোনাকিদের মধ্যে'-র কল্যাণী প্রভৃতি চরিত্র। আবার 'হিশেব-নিকেশ' গল্পের অবনীশের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির আড়ালে ব্যক্তিজীবনের দ্বিধা-অবসাদ-মধ্যবিত্তসুলভ পিছুটান তাকে মর্মান্তিকভাবে একা করে দেয়। এখানেও বৃহত্তর সমাজ-বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতা ব্যক্তিমনের মনস্তাত্ত্বিক সংকট তৈরি করে তোলে। কবি জীবন ও কবিতার এক অসাধারণ সমীকরণ করেছেন—"কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুইরকম উৎসারণ; জীবন বলতে সচরাচর আমরা যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা প্রতিভা বা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণ ভাবে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তিবোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়।"[১৬] গল্পের ক্ষেত্রেও এই ভাবনা

প্রযোজ্য। এভাবেই জীবনানন্দ সচেতন ভাবেই ব্যক্তির সামাজিক মন গল্পের ছত্রে ছত্রে তার সমগ্রটা নিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়: জীবনানন্দের ছোটোগল্পে সমাজ অন্বেষণ

জীবনানন্দের ছোটোগল্পগুলির প্রেক্ষাপটে সমাজ ও সমকালের যে প্রক্ষেপ ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে আসে প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামী অর্থনৈতিক দুরবস্থা। "অর্থনীতির ও রাষ্ট্রনীতির ঢিলেমি ও বিজ্ঞানের মর্ম এসে যুগকে ও সমাজকে এতো বেশি বদলে ফেলেছে যে, আর্থিক ও সাংসারিক কৃতিত্বের বাইরেও শিক্ষা-নীতি-সংস্কৃতির যে আলাদা মহত্তর স্বরূপ রয়েছে,"[১৭] তা যেন ফিকে হয়ে গেছে অনেকখানি। এটাই উত্তর-সামরিক সংস্কৃতির চাপ। জীবনানন্দের গল্পে আর্থিক সংকটে বিপন্ন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চরিত্রের সংখ্যা খুব বেশি। জীবনানন্দের গল্প গ্রন্থের সংখ্যা ১২৭ টি, যার মাধ্যে ১৯৩২ সালেই তিনি লিখেছেন ৩৭ টি গল্প।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যামূলক গল্প

১৯৩১ এ লিখিত 'শৈলেন' গল্পে উপার্জনহীন শৈলেন সমকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করছে..."পাট'এর দাম এত-যে পড়ে গেছে, পেপারগুলোতে তো অন্তত এ নিয়ে ভাববার আর অন্ত নেই,...—হ্যাঁ, স্টেটসম্যান'এর কলমগুলোতেও ঠিক এ জিনিসটি ছাড়া জেনারেল ট্রেড ডিপ্রেশন—স্লাম্প—হয়তো ওয়ার্ল্ড-স্লাম্প'এরই একটা টোন—কিছুদিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে।"[১৮] ত্রিশের দশকের ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা ও গণদারিদ্রের কারণ নিহিত রয়েছে সমকালীন বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার উপর। ১৯২৯ এ আমেরিকার শেয়ার বাজারে ধস নামার ফলে কৃষিঋণের অপ্রাপ্তির কারণে গোটা বিশ্বেই ১৯৩০ র দশক জুড়ে কৃষিপণ্যের মূল্যহ্রাসের কারণে ভারতের মত উপনিবেশিত দেশে বাণিজ্যিকীকৃত কৃষি এলাকাগুলি স্বনির্ভর কৃষি এলাকার তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব এর মধ্যে বেশি। এই সময়েই ভারতীয় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট একটি ট্রেজারি বন্ড বাজারে আনে, যেখানে বিনিয়োগকারীরা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি থেকে নিজেদের বিনিয়োগ তুলে ট্রেজারি বন্ড কিনতে থাকে, ফলত স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইসব কারণে গ্রাম ও মফস্বলের তুলনায় শহরে সুযোগ সুবিধা বেশি পাবার আশায় যারা শহরাভিমুখী হয়েছিল তাদের আশাভঙ্গের ছবি ধরা পড়েছে জীবনানন্দের গল্পে।

পরিবার ও দাম্পত্য-সংকট কেন্দ্রিক গল্প

জীবনানন্দের ছোটোগল্পগুলিতে সমাজবাস্তবতার একটি প্রকৃত সত্যের দিক পাওয়া যায়—যৌথ পরিবারপ্রথার ভাঙন, বাংলার বাইরে অন্য প্রদেশে গিয়ে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চাকরি বা স্বাধীন পেশা গ্রহণের চেষ্টা, বাঙালি মেয়েদের প্রচলিত গন্ডীর বাইরে নতুন করে তৈরি হয়ে ওঠা, চাকরির মোহে শিক্ষিত বাঙালির গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী হওয়া এবং জমির উপর নির্ভরতা হ্রাস পাওয়ায় গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার ফলে একান্নবর্তী পরিবার প্রায় ভেঙে পড়ার ছবি। ভূমিকেন্দ্রিক-অর্থনীতির বিপরীতে বাণিজ্য-অর্থনীতি, নগরায়ন, কাজের প্রয়োজনে স্থানিক দূরত্ব, নতুন জীবনবিন্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব, শুষ্ক রুক্ষতায় পারিবারিক সম্পর্কান্বিত মানুষগুলির সম্পর্কের মাত্রাবদল ঘটায়।

যৌথ পরিবারের প্রবল অনুশাসন যেমন বিবাহিত দম্পতির স্বাভাবিক জীবন বিন্যাসের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি নববধূর স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবও দাম্পত্য-সংকট তৈরি করে তুলতে পারে। 'ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া', 'বিন্দুবাসিনী', 'বাসর ও বিচ্ছেদ', 'নষ্ট প্রেমের কথা', 'মাংসের ক্লান্তি', 'মা হবার কোনো সাধ, 'হাতের তাস', 'বাসরশয্যার পাশে', 'বাসররাত' প্রভৃতি গল্পে দাম্পত্য-সম্পর্কের সংকট দেখা যায়।

মূল্যবোধের অবনতি চিহ্নিত গল্প

উচিত-অনুচিত বোধই ব্যক্তি অর্জন করে অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, আত্মচর্চা, পরিবার ও সমাজ থেকে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতায় অবক্ষয়িত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মূল্যবোধের অনটন অবশ্যম্ভাবী। জীবনানন্দের গল্পে এই নৈতিক দীনতার ছবি স্পষ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়: জীবনানন্দের ছোটোগল্পে মনস্তত্ত্বের অন্বেষণ

জীবনানন্দ তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে সমাজ ও সমকালীনতাকে ধরে চরিত্রদের পারস্পরিক মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন এবং একক চরিত্রের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ও মানসিক সংকট নির্মাণ করে তুলেছেন। শিক্ষার প্রসারের কারণে যুক্তি-বুদ্ধি-চিন্তার সম্প্রসারণের ফলে পরিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অস্থিরতায়, ব্যক্তির যে অসহায়তা, তা থেকেই মানসিক অসুস্থতার জন্ম। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যের পরিচয়ে, ফ্রয়েডীয়-লাঁকানিয় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, এদেশীয় মনস্তাত্ত্বিক গিরীন্দ্রশেখর বসুর তত্ত্ব, অস্তিবাদী দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে অবচেতন মনের প্রকাশ ও

ইন্দ্রিয়-লালসার বিবরণ, বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, অবদমিত আকাঙ্ক্ষা, বিপরীত ইচ্ছার সহাবস্থানে ব্যক্তিমনের সংকট, অস্তিত্বের উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করেও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকে উদ্‌ঘাটন করার প্রবণতা দেখা যায় জীবনানন্দের ছোটোগল্পে। মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষণের লক্ষ্যে জীবনানন্দ দাশের ছোটোগল্পগুলিকে ক) নারী-পুরুষের সম্পর্কের স্থিতিহীনতায় মনস্তাত্ত্বিক সংকট, ২) বিস্ময় বোধাক্রান্ত ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, ৩) বস্তু অসফল ব্যক্তির যন্ত্রণা।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের স্থিতিহীনতায় মনস্তাত্ত্বিক সংকট

জীবনানন্দের ছোটোগল্পের বেশিরভাগ জুড়েই রয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কে নিস্পৃহ নারীর দূরত্বে অবস্থান, প্রেমের আত্মবিহ্বলতার বস্তুজগতের প্রয়োজনে সে তাড়িত হয়। কারণ স্বামীর উপার্জনের মানদণ্ডে পরিবারে তার সম্মান নির্ণীত হয়। ফলত, সম্পর্কের স্থিতিহীনতায় মনস্তাত্ত্বিক সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

বিস্ময় বোধাক্রান্ত ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা

গল্পে জীবনানন্দ নানাভাবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের নিঃসঙ্গতার অনুভূতিকে দেখিয়েছেন। যেমন নায়ক তার জীবিকার জগতে প্রায়ই নিজস্ব মূল্যবোধকেন্দ্রিক একক অবস্থান করে। বস্তুজগতে অসফলতার কারণে সামাজিক অসম্মান, অপরাধবোধ, গ্লানিবোধ তাকে একক অন্তর্মুখী করে তোলে। জীবনানন্দ দেখিয়েছেন দাম্পত্যে ব্যক্তি অসুখ, তিক্ততা, অভিযোগে-অপরাধবোধে আক্রান্ত। এভাবেই সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে নায়ক নিজস্ব একান্ত জগৎ তৈরি করে তোলে।—'আর্টের অত্যাচার', 'জামরুলতলা', 'বিস্ময়', 'অঘ্রাণের শীত', 'প্যাঁচা ও জোনাকিদের মধ্যে', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' 'মনোবীজ', 'এক সেতুর ভিতর দিয়ে', 'কবিতা কবিতা তারপর আবার কবিতা' গল্পগুলিতে এই বিপন্ন বিস্ময়াক্রান্ত চরিত্রের প্রসঙ্গ আছে।

বস্তু-অসফল ব্যক্তির যন্ত্রণা

'জামরুলতলা' গল্পের নায়ক শিক্ষিত, জগৎ জীবন সম্পর্কে বিশ্লেষণক্ষম এবং পারিপার্শ্বিক অপ্রাপ্তিগুলি থেকে পালাতে এক স্বপ্নজগৎ তৈরি করে নেয়। গল্পে তার লেখার আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতিতন্ময়তা ও আত্মকথন ভিন্ন বাস্তবনিষ্ঠ কোনো কাজে তাকে দেখা যায় না। অন্তর্লীন বিষাদময়তা ও অধরা প্রেমের প্রতি উন্মুখতা, একদিকে বিচ্ছিন্নতা আর অন্যদিকে মুগ্ধতা—এই

উভয় টানাপোড়েনের মধ্যেই কথক চরিত্রে রোমান্টিকতাবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ‘জামরুলতলা’, ‘লোভ’, ‘তাজের ছবি’, ‘বাইশ বছর আগের ছবি’, ‘ভালোবাসার সাধ’, ‘আস্বাদের জন্ম’, ‘হেমন্তের দিনগুলি’, ‘গ্রাম ও শহরের গল্প’, ‘বিলাস’ গল্পগুলিতে এমনই অসফল ব্যক্তির মনোযন্ত্রণা ধরা পড়ে। ‘জামরুলতলা’ গল্পটির নায়ক একজন লেখক। গল্প তার কাছে এক বিশেষ উৎসর্জনের জিনিস—এর মধ্যে দিয়ে সে দীন গ্রন্থিমাংসের পুনরুক্তি ও জীবনের জীর্ণশীর্ণ পুরনো বিষণ্ণতা ও মূল্যবোধের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে চায়। এই দূরে চলে যাওয়ার আকুতি পলায়নপরতা নয়। বরং জীবনের বিষণ্ণতা, অসঙ্গতি, চারপাশের জীবনের সংঘাত, অন্তঃসারশূন্য মূল্যবোধের থেকে নিস্তার পেয়ে নিভৃত নির্জন আশ্রয়ের সন্ধানে নিবিষ্ট হওয়া।

পঞ্চম অধ্যায়: জীবনানন্দের সমাজ ও মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষা—সমকাল ও উত্তরকাল

কবিতার মতোই শব্দচিত্রের সাহায্য নিয়ে ভাষাকে ভাষাতীত স্তরে এনে অনুভবের জগতে পাঠককে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেন। সময়ের এক বিশেষ প্রক্ষেপ, চাহিদার এক বিশেষ গড়ন তৈরি করে গল্পগুলি প্রবলভাবে একমুখীন। সমকালীন সময়ের সমস্যা দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভবের গভীরতা, অভিজ্ঞতা জগতের ভিন্নতার কারণেই সমস্যার সমীকরণে লেখকদের মধ্যে প্রভেদ ঘটিয়ে দেয়। যা আমাদের কামনার আর যা আমাদের কাম্য হওয়া উচিত, যা প্রত্যক্ষ-বাস্তব আর যা পরোক্ষ—যেখানে আমরা পৌঁছতে চাই, যা আপাত সত্য—কিন্তু যে প্রকৃত সত্যকে আমরা লালন করি—এইসবের সমীকরণ করতে করতেই জীবনদর্শন গড়ে ওঠে। আর এরই অসমীকরণের মধ্যে থেকে স্বপ্নকল্পনা জাগরিত হয়। জীবন-সময়-প্রেম-প্রকৃতি-মন—এই সবটা নিয়েই একমুখী আবেগকে সংহত রূপ দিয়ে গড়ে উঠেছিল ছোটোগল্প। কল্লোল গোষ্ঠীর গল্পকারদের লেখায় যে মনস্তাত্ত্বিকতা ও পরিবর্তিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, জীবনানন্দের গল্পে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চরিত্রের আত্মগত অব্যক্ততার মধ্যে, চরিত্রদের পারস্পরিক স্বল্প কথোপকথনের মধ্যে, কখনও ব্যবহারিক কর্মকান্ডের মধ্যে এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূত্র অন্বেষণ করা যায়।

জীবনানন্দ-সমকালীন গল্পকার

তিরিশের দশকের কবি ও ছোটোগল্পকার সত্তায় নিজেদের প্রকাশ করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ। অন্যদিকে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় কথাসাহিত্যিকের

(তারাশঙ্কর, মানিক ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রসঙ্গে জীবনানন্দ তাঁর মনোজ্ঞ প্রবন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র সমাজের নীতিহীন বিষয় গুলির অনুপুঙ্খ উদ্ধারে অবচেতন ব্যাখ্যায় চলে গিয়েছেন। তাঁর 'শৃঙ্খল', 'মহানগর', 'সংসারসীমান্তে' গল্পগুলিতে সমাজ-মনস্তত্ত্বের পাশাপাশি বক্তব্যের স্পষ্টতা ধরা পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসীয় ভাবনায় সমাজের ফাঁকগুলিকে স্পষ্ট করেছেন, এরই সঙ্গে সামাজিক শ্রেণিবৈষম্যের কারণে মনস্তাত্ত্বিকতাও ধরা পড়েছে। সামাজিক নীতির কঠোর বিরোধিতার গল্প 'আজ কাল পরশুর গল্প'। আত্মগত মীমাংসিত ব্যক্তিমনে এই গল্পকাররা আটকে থাকছেন না।

জীবনানন্দ-উত্তরকালীন গল্পকার

ষাটের দশকের পরবর্তী সময়ের গল্পকারদের মধ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রক্ষেপ, যৌনমনস্তত্ত্বের উন্মুক্ত প্রকাশ, গল্পের বিষয়ে ব্রাত্য সমাজের উঠে আসা ইত্যাদি লক্ষণীয়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, নবারুণ ভট্টাচার্য প্রমুখ গল্পকাররা ছোটোগল্পের গতিমুখ দুর্বার করে তুলেছেন।

উপসংহার

যেকোনো রচনা বা সৃষ্টির মধ্যেই লেখকের আত্মপ্রকাশের আর্তির পাশাপাশি থাকে একটি সমাজ ও সমাজের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতাও। যেকোনো লেখার ভিতরেই যে আদর্শ ও প্রণোদনার সংমিশ্রণ থাকে, তার রসায়নের ভিতরেই সুপ্ত হয়ে থাকে সমাজবোধ, আর্থ-সামাজিক পৃথিবীবোধ এবং সর্বোপরি কোনো শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব চেতনা। সময়কে অতিক্রম করে প্রকৃত সময়ের সন্ধানে ব্যাপৃত এক কবিমানুষ নিজের দেখা ও প্রবল বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাষারূপ নির্মাণ করেছেন গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে। নিজের গল্পের 'plotlessness' বিষয়ে সচেতন হলেও সেই আঙ্গিক থেকে বেরিয়ে যান নি। যা আছে, আর যা হতে পারতো এর মাঝেই কল্পনার সৃষ্টি সম্ভব। অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য ছিল তাঁর ছোটোগল্পগুলির সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তত্ত্ব মেনে সৃষ্টিমন কল্পনা করে না, কিন্তু সমকালীন বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও মন সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি নানাভাবে লেখকের রচনায় সুপ্ত থাকে। সমকালীন অস্থির সময়ে স্বপ্ন-কল্পনার অপরিতৃপ্তিতে ব্যক্তি মনের সংকটের, কবিস্বভাবী এবং রুচিবোধসম্পন্ন মানুষের জীবিকাহীনতার যন্ত্রণা ও তার ফলে ব্যক্তির আত্মমগ্নতা গল্পগুলিতে ধরা পড়েছে। ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে সংবেদনশীল ব্যক্তিসত্তা কীভাবে সংকটাপন্ন

হয়েছে, কীভাবে চরিত্রের নিজস্ব প্রবণতায় ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়েছে এবং আত্মস্থ করতে চেয়েছে যাপনের এক অন্য পরিসরকে, এই গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছি সেই আত্মগত অনুভূতি ও উপলব্ধিকে।

তথ্যসূত্র

১. ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৩

২. জীবনানন্দ দাশ, 'কবিতা আর কবিতা, তারপরে আবার কবিতা', জীবনানন্দের ৩০ টি গল্প, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩২৬

৩. মৃণালকান্তি ভদ্র, অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ১১

৪. জীবনানন্দ দাশ, 'যুক্তি জিজ্ঞাসা ও বাঙালি', 'সমগ্র প্রবন্ধ', প্রতিক্ষণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা ২৩৫

৫. জীবনানন্দ দাশ, 'Bengali Novel Today', সমগ্র প্রবন্ধ, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০০৯, কলকাতা পৃষ্ঠা ১৫৮

৬. Pascual Gisbert, Fundamentals of Sociology, Orient Longmans, 2nd Edition, 1959, Kolkata, pg 65

৭. টম বটোমোর, সমাজবিদ্যা তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা, অনুবাদ হিমাচল চক্রবর্তী, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৭৪

৮. ডঃ শওকত আরা, 'উচ্চতর সমাজমনোবিজ্ঞান', জ্ঞান বিতরণী, ২য় সং সেপ্টেম্বর ২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৫

৯. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জীবনানন্দ দাশ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০০৭, পৃষ্ঠা ২২২

১০. জীবনানন্দ দাশ, 'কেন লিখি', সমগ্র প্রবন্ধ, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা ৩৮৪

১১. জীবনানন্দ দাশ, 'অসমাপ্ত আলোচনা', 'সমগ্র প্রবন্ধ', প্রতিক্ষণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা ১১৯

১২. Foundations of Psychology, Edited by Edwin Garrigues Boring, Herbert Sidney Longfield and Harry Porter Weld, Asia Publishing House, reprint 1962, pg 1

১৩. Dr. Girindra Shekhar Bose, 'Concept of Repression', first newly published Bangiya Kala Kendra, Kolkata, 2009, pg 151

১৪. জীবনানন্দ দাশ, 'লেখার কথা', 'সমগ্র প্রবন্ধ', প্রতিক্ষণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা ৪০৯

১৫. জীবনানন্দ কবিতা সমগ্র, 'বোধ', ধূসর পাণ্ডুলিপি, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১৭

১৬. জীবনানন্দ দাশ, 'কবিতার কথা', 'সমগ্র প্রবন্ধ', প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা ২০

১৭. জীবনানন্দ দাশঃ প্রবন্ধ সমগ্র, ''শিক্ষা সাহিত্য ইংরেজি'', প্রতিক্ষণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা ৩১৪

১৮. জীবনানন্দ দাশ, 'শৈলেন', শেষ অপ্রকাশিত ১৪টি গল্প ও ২ টি উপন্যাস, সম্পাদনা ভূমেন্দ্র গুহ, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, বইমেলা জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা ১২৬

প্রস্তাবিত গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থপঞ্জি

১. জীবনানন্দ দাশ, 'সমগ্র প্রবন্ধ', (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯

২. জীবনানন্দ দাশ, '৫০ টি গল্প', প্রতিক্ষণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬

৩. জীবনানন্দ দাশ, '৩০ টি গল্প', প্রতিক্ষণ, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯

৪. জীবনানন্দ দাশ, 'অপ্রকাশিত শেষ ১৪ টি গল্প ও ২ টি উপন্যাস' (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২

৫. জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১০

৬. জীবনানন্দ দাশ, 'দিনলিপি/ লিটারালি নোট্স (১ - ৪ খণ্ড)', (উদ্ধার ও বিশ্লেষণ ভূমেন্দ্র গুহ), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, আগস্ট ২০০৯

৭. জীবনানন্দ দাশ, 'সমরেশ ও অন্যান্য গল্প' (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রা লি, কলকাতা, বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৪

৮. জীবনানন্দ দাশের গল্প, সম্পা: (সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তাফী সম্পাদিত), দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৭৯

৯. জীবনানন্দ দাশ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

১০. জীবনানন্দ দাশ, কবিতা সমগ্র, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০১৮

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

১১. অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', এম.সি.সরকার এন্ড সন্স প্রা.লি., কলকাতা, ১০ম প্রকাশ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

১২. অতীন্দ্রিয় পাঠক, 'অনন্য জীবনানন্দ', একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৭

অনাদিকুমার পাত্র, বিষয় সমাজতত্ত্ব, দেবলিপি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬

১৩. অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উত্তর আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসী ভাবুক', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪

১৪. অরুণ ঘোষ, 'অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান', এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স, ষষ্ঠদশ সংস্করণ, কলকাতা, মার্চ, ২০১৯

১৫. আলোক সরকার, 'জীবনানন্দ', সমাকৃতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৮

১৬. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১৮

১৭. গৌতম মিত্র, 'পাণ্ডুলিপি থেকে ডায়েরি জীবনানন্দের খোঁজে (১ম খন্ড)' স্যত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২য় সংস্করণ মার্চ ২০১৯

১৮. গৌতম মিত্র, 'পাণ্ডুলিপি থেকে ডায়েরি জীবনানন্দের খোঁজে (২য় খন্ড)' ঋত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২য় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০২১

১৯. জীবেন্দ্র সিংহরায়, 'কল্লোলের কাল', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭

২০. টম বটোমোর, 'সমাজবিদ্যা তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা', অনুবাদ হিমাচল চক্রবর্তী, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ২০০৮

২১. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'আধুনিকতাঃ পর্ব থেকে পর্বান্তর', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ২০০৪

২২. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'জীবনানন্দ কবিতার নন্দন', একুশশতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১০

২৩. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ৩য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬

২৪. তপোধীর ভট্টাচার্য, স্বপ্না ভট্টাচার্য, 'জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব', অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৭

২৫. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জুলাই ২০০৭

২৬. ড. নিতাই বসু, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে, ১৯৮৬

২৭. ড. পুষ্পা মিশ্র ও ড. মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, সিগমুন্ড ফ্রয়েড: মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৭

২৮. প্রভাতকুমার দাস, 'জীবনানন্দ দাশ', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৩

২৯. ফারুক মঈনউদ্দীন অনূদিত 'অনন্য জীবনানন্দ' (ক্লিন্টন বি সিলি রচিত 'A poet Apart') প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৮

৩০. ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-বিচার: তত্ত্ব ও প্রয়োগ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ৫ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৮

৩১. বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, 'জীবনানন্দের ছোটগল্প নিজস্ব পাঠ', পত্রলেখা, কলকাতা, প্রথম পত্রলেখা সংস্করণ জুলাই ২০০৯

৩২. বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২য় সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৪

৩৩. মানস রায়চৌধুরী, 'লোকজীবন মনস্তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টি', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০১

৩৪. মৃণালকান্তি ভদ্র, 'অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২০০৩

৩৫. শওকত আরা, 'উচ্চতর সমাজমনোবিজ্ঞান', জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২য় সং সেপ্টেম্বর ২০০৬

৩৬. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রসঙ্গ:জীবনানন্দ', গাঙচিল, কলকাতা, ২য় সংশোধিত সংস্করণ, আগস্ট ২০১৫

৩৭. শোভনলাল দত্ত ও উৎপল ঘোষ, 'মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২২

৩৮. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'কবি জীবনানন্দ দাশ', ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পরিমার্জিত সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ আগস্ট ২০০৩

৩৯. সন্দীপকুমার মণ্ডল, 'কবিতা কৃত্তিকা-জীবনানন্দ দাশ ও সমকাল', একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১২

৪০. সন্দীপকুমার মণ্ডল, 'কবিতার কথা-বোধ থেকে বিবৃতি' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৯

৪১. সিরাজ সালেকীন, 'জীবনানন্দ দাশের ছোটোগল্প জীবনজিজ্ঞাসা ও শৈলীবিচার', কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ঢাকা

৪২. সুমিতা চক্রবর্তী, 'জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল', সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৮৭

৪৩. সুমিতা চক্রবর্তী, 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪